23

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বিভাগীয় সম্মেলনে বক্তাবৃন্দ

প্রিন্সিপালদের বিরুদ্ধে অমানবিক সিদ্ধান্তে প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে

রাজশাহী অফিস ঃ উত্তরাঞ্চলের ২৬৩ জন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অপমানজনক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতনের একশ' ভাগ প্রদানের ঘোষণা বাস্তবায়ন, বেসরকারী কলেজগুলোর জন্য আলাদা মঞ্জুরি কমিশন করার আহবান জানিয়ে মঙ্গলবার রাজশাহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি রাজশাহী বিভাগীয় সম্মেলন '৯৮ অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যক্ষ মোল্লা মোহরাবুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, প্রধান বক্তা ছিলেন মহাসচিব অধ্যক্ষ ফারুক আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আসাদুল হক, সাইদুর রহমান, মমতাজুর রহমান, প্রদীপ নাথ প্রমুখ। সমাবেশে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলা থেকে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষক অংশ নেয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২৬৩ জন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অমানবিক সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে আজ এসব কলেজের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। যে সমস্ত অধ্যক্ষ তাদের সারাজীবন শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করলো আজ তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। তাদের যদি কোন ভুল থাকে তা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমাসুন্দরভাবে দেখা উচিত। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে অধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অধ্যক্ষদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হলে শিক্ষক সমাজ দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। বক্তারা শিক্ষা ক্ষেত্রের সকল বিরাজমান বৈষম্য দূর করে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণের দাবী জানান। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, বেসরকারী কলেজে পিতা ও পুত্র দু'জনেই প্রভাষক হয়ে আছেন। প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন করে সরকারী কলেজের ন্যায় সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দানের দাবী জানান।

বক্তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান জনবল কাঠামো পরিবর্তন করে একটি যুগপোযোগী ও বাস্তবমূখী জনবল কাঠামো প্রণয়নের দাবী জানান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসির পদটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, অধ্যাপকের মধ্যে থেকে নিয়োগদানের দাবী জানান। নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঢালাওভাবে এমপিদের কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগের বিরোধীতা করে বলেন, এতে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি প্রবেশ করেছে। এভাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ সম্ভব নয়। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিগত সরকারের আমলে এমপিও প্রাপ্ত বেশ কিছু কলেজ মাদ্রাসার এমপিও বন্ধ করা হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক।